His-203

Unit-4

The role of modern education in the rise of nationalism in Burma

বার্মায় ব্রিটিশ অধিকার স্থাপন

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন বার্মা ব্রিটিশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশে বলে ঘোষণা করেছিলেন। ব্রিটিশ অধিকারের পর বার্মার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ বিদ্রোহ চলেছিল। ব্রিটিশ সরকার কড়া হাতে এই বিদ্রোহ কে দমন করেছিল।

১৮৮৭ সালে বার্মার কমিশনার স্যার চার্লস ক্রসথওয়েট বার্মার শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। ধীরে ধীরে বার্মায় ভারতবর্ষের মতো ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো স্থাপিত হয়। বার্মার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা ও চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থা

বার্মায় ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্যই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে বার্মায় সরকার অনুগত এক শ্রেণী গড়ে উঠবে। প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্রিটিশদের সহযোগিতার জন্য ইংরেজি জানা বার্মান কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আগে বার্মায় মঠ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধমঠ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মশাস্ত্র নীতিবোধ পালি ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীরাও ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বার্মায় প্রবেশ করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আগে বার্মার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজ নানা কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মোট গুলিতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছিল কিন্তু অনেক মঠ এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিরোধিতা জানিয়েছিল। আলবার্ট ফিটচে নামে ইংরেজ কমিশনার মঠ শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংমিশ্রণে বিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। খ্রিস্টিয়ান মিশনারীরা এই ধরনের স্কুল স্থাপন করতে উৎসাহ দেখিয়েছিল। শিক্ষা বিষয়ক হান্টার কমিশনের প্রভাব বার্মাতেও পড়েছিল। বার্মার অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল গুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তবে বার্মায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি ।

1920 সালে বার্মাতে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং তার আগে 1907 সালে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। তবে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্মিদের গ্রহণের পরিমাণ খুবই কম ছিল। শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার জাতীয়করণ এর উদ্দেশ্যে বার্মাতে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা অধিকার লাভের পর 1924 সালে বার্মি মন্ত্রীদের হাতে শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ধর্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

1906 সালে বৌদ্ধ ধর্মের মূল্যবোধ কে রক্ষার জন্য বার্মাতে ইয়ং মেন্স বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান পশ্চিমী শিক্ষা সংস্কৃতির আলোকে বার্মাতে সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিল । 1910 সালে আরো একটি সংস্থা বার্মা রিসার্চ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি মায়ানমারের সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র পরিণত হয়েছিল। এই সংস্থাগুলির সদস্যরা প্রবল জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই বার্মাতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। বার্মার জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এর উৎস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শবাদ। বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে বিশ শতকের গোড়াতে মৌলমেন, রেঙ্গুনে অনেক এগুলো ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ইয়ং মেন্স বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন মূল লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের আদর্শের দ্বারা বৌদ্ধঐতিহ্যময় জীবনের পুনর্বিন্যাস । মূলত ছাত্ররাই ছিল এই সংগঠনের সদস্য। কিন্তু ক্রমে চরমপন্থীরা জেনারেল কাউন্সিল অফ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষিত বার্মান ও ইউরোপিয়ানদের সহায়তায় বার্মা রিসার্চ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল ওদের পুনরুদ্ধার এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো।

ইয়ং মেনস বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন একটি ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিল। বার্মিদের জীবনধারা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়ায় ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঘটেছিল। ইয়ং মেন্স বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন 1918 সালে প্যাগোডায় জুতো পরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল।1919 এর মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের সময় ইয়ংমেন্স বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্যরা ইংল্যান্ডে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। 1919 সালের ভারত শাসন আইনে বার্মাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এর অধিকার দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিমুখে

1920 এরপর থেকেই বার্মাতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরা এই গণআন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ সংঘ ও ছাত্ররাও বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।1929 সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দোভামা আসিয়াওনে নামক সংস্থা গঠন করেছিল এবং তারই একটি অংশ থাকিন পার্টি গঠন করে। এই দলে ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীরা যোগদান করেছিলেন। দলের সদস্যরা সকলেই বার্মার শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান বার্মা দখল করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের শোচনীয় পরাজয় পুনরায় বার্মাতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট পিপলস ফ্রিডম লিগ গঠন করেছিল। সবশেষে 1948 সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বার্মিদের ভূমিকা ছিল অন্যতম।